মেহেরপুরে বিভিন্ন দাবিতে ঔষধ ব্যবসায়ীদের মানববন্ধন

ঔষধ বিক্রির উপর কমিশন বাড়ানো, মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ দ্রুত ফেরত নেওয়া ও প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, লাইসেন্সবিহীন ফার্মেসিতে ওষুধ সরবরাহ বন্ধ এবং সকল ওষুধের মূল্য নির্ধারণে সরকারের হস্তক্ষেপের দাবিতে মেহেরপুরে মানববন্ধন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে বাংলাদেশ কেমিস্টস অ্যান্ড ড্রাগিস্টস সমিতির মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের সামনে এ কর্মসূচি পালিত হয়।

সংগঠনের জেলা সভাপতি আব্দুল লতিফের নেতৃত্বে মানববন্ধনে সংগঠনের সহ-সভাপতি রাকিবুল হাসান রন, মতিউর রহমান, আমিনুল ইসলাম সেন্টু, বাবর আলী, কাজী খয়রুদ্দিন আহমেদ, আসিফ আল মোনায়েম, জালাল উদ্দিন, মোঃ সেলিম খানসহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় বক্তারা বলেন “ফার্মেসিগুলো ন্যায্য কমিশন পাচ্ছে না, অথচ খরচ ও ঝুঁকি দিন দিন বাড়ছে। তাই কমিশন বাড়ানো এখন সময়ের দাবি। মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধের কারণে সাধারণ মানুষ যেমন ক্ষতির শিকার হয়, তেমনি ব্যবসায়ীরাও সমস্যায় পড়েন। তাই দ্রুত ফেরত ও প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

মেহেরপুরে চেতনানাশক ঔষধ খাইয়ে দুটি অটো ছিনতাই

মেহেরপুরে পৃথক দুটি স্থানে চালককে ফলের জুসের সাথে চেতনা নাশক ঔষধ মিসিয়ে দুটি বিদ্যুৎ চালিত দুই অটো ছিনতাই করেছে সংঘবদ্ধ ছিনতাইকারী।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সামনের সড়ক ও মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের

বিসিক শিল্পনগরীর সামনে রাস্তায় অটো ছিনতাইয়ের এই ঘটনা ঘটে।

এঘটনায় অটোবাইকের মালিক গাংনী উপজেলার গাঁড়াডোব গ্রামের এনায়েত হোসেনের ছেলে দুলাল হোসেন (৫০) ও সদর উপজেলার বসন্তপুর গ্রামের জহুরুল ইসলামের ছেলে শিমুল হোসেন (২৮) বর্তমানে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তবে এখনো তাদের জ্ঞান ফেরেনি।

দুলাল হোসেনের বোন স্কুল শিক্ষিকা বেলি খাতুন বলেন, সকাল ৮ টার দিকে দুলাল হোসেন বাড়ি থেকে বের হয়ে আসেন। দুপুরের দিকে আমরা খবর পাই। এসে হাসপাতালে অচেতন অবস্থাায় তাকে পেয়েছি। কাছে থাকা মোবাইল ও কিছু টাকা ছিল সেগুলোও নিয়ে গেছে ছিনতাইকারীরা।

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের পাশে বিসিক শিল্পনগরীর সামনে অচেতন অবস্থায় দুলাল হোসেনকে দেখতে পেয়ে পথচারীরা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। মেহেরপুর কোর্টের সামনের সড়ক থেকে অচেতন অবস্থায় শিমুলকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেন।

শিমুল সামান্য জ্ঞান ফিরেই বলেন, দুজন দাড়িওয়ালা ব্যক্তি ফলের জুস খাওয়ার পর আমি আর কিছু বলতে পারবোনা।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালের জরুরী বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক সউদ কবীর বলেন, তাদের সজ্ঞাহীন অবস্থায় ভর্তি করা হয়েছে। জ্ঞান ফিরবে কিছুক্ষণের মধ্যে। ধারণা করা হচ্ছে তাদের চেতনানাশক কোনো কিছু খাওয়ানো হয়েছে।